Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইয়াছমিন আক্তার রুমি

রোলঃ 216020413

২৭ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইয়াছমিন আক্তার রুমি

রোলঃ 216020413

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইয়াছমিন আক্তার রুমি, আইডিঃ 216020413 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের হাফেজ মাওলানা শারাফাত কারিম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Rumi

তারিখঃ

২৭ মে, ২০২৪ ইং

(স্বাক্ষর)

ইয়াছমিন আক্তার রুমি

আইডিঃ 216020413

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কুরআনের আয়াতের মতো সুন্দর করে

ভাঙ্গা হৃদয় জোড়া লাগায়

এমন আর কিছু নেই

সুবহানাল্লাহ

কোন আয়াত অন্তরকে প্রশান্ত করে

কোনোটা   দৃষ্টির আলো হয়ে আসে

কোনটা সবরের উপদেশ দেয়

আর কোনটা   দৃঢ় হতে শেখায়

[কথা : সংগৃহীত]

কুরআনের প্রতিটি আয়াত

রসালো টসটসে খেজুরের মত

যতই চিবুবো, মিষ্টতা বেরুতেই থাকবে।

যত তাতাব্বুর তত মিষ্টি।

-শায়েখ আতিক উল্লাহ (হাফিঃ)

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। আল্লাহতালা বিশ্ব মানবতার হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের কে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য সহিফা ও কিতাব নাযিল করেছে। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হচ্ছে আল কুরআন।যা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর উপর কুরআন নাযিল করেছেন।এটি মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হেদায়াতগ্রন্থ যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। এর প্রতিটা বাণী সত্য, প্রতিটি শিক্ষা যথার্থ। তাআলা বলেন

""بَلۡ هُوَ قُرۡاٰنٌ مَّجِيۡدٌ ﴿۲۱﴾ۙ

বরং তা সম্মানিত কুরআন।

فِىۡ لَوۡحٍ مَّحۡفُوۡظ ﴿۲۲﴾

সুরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ)।

[সূরা আল- বুরুজ ৮৫:২১--২২]

ইহা গুমরাহী ও বিভ্রান্তির কালো অন্ধকার থেকে মুক্তির একমাত্র উদ্দীপ্ত মশাল, আল্লাহর নূর এবং আসমানী শরীয়ত নামা। এটা পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির ইহকাল ও পরকালের উন্নতি ও অগ্রগতি ও সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি।আল কোরআন হচ্ছে সর্বাধুনিক ইলাহী কিতাব।

রবের আদেশ সত্যের পথে আসার জন্য।

পবিত্র আল-কোরআনের পরিচয়

পবিত্র আল আল কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে সর্বশেষ কিতাব ও ওহি। এটি এমন এক গ্রন্থ যা মর্যাদা ও মহিমায় নিজেই তার ভাস্বর ও উদাহরণ।   কুরআন সমগ্র সৃষ্টিকূলকে জ্ঞানদানই করিনি বরং যুক্তি বুদ্ধি ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় দলিল প্রমাণসহ মানুষকে হতবাক করেছে। কুরআন মানুষের চিন্তা চেতনা ও কাজকে আলোকিত করে আল্লাহর হুকুম পালনে পাগলপাড়া বানিয়ে দেয়। কুরআন কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা নির্দিষ্ট কোনো জাতির জন্য নয়। বরং গোটা পৃথিবীর জন্য। যেনো মানবসৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিয়ম কাননের অধীনে চলে আসে । আসমানী কিতাব এমন একটি কিতাব যার ক্ষুদ্রতম একটা অংশ কারো পক্ষে পরিবর্তন করা সম্ভব নয় আর ভবিষ্যতেও হবে না। এর একটি নুকতা আজ পর্যন্ত হারিয়ে যায়নি যা দিনের আলোর মতোই তা উজ্জ্বল। কুরআন শুধু ইবাদত বন্দেগীর নির্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি বরং কল্যাণ ধর্মী , বাস্তব মুক্তির উজ্জ্বল পথ দেখিয়ে দিয়েছে। তাঁর হুকুম পালনেই দুনিয়ার কল্যাণ-সাধন ও আখেরাতের মুক্তি দিশা রয়েছে।আর আল্লাহর এই গ্রন্থ বা ওহী পৃথিবীরর গতানুগতিক কোনো লেখকদের লিখিত গ্রন্থের মতো নয়। কুরআনের মতো দ্বিতীয় কোন কিতাব বিশ্বজগতের কোথাও দ্বিতীয়টি নেই। এটি মহানবী রসূল উল্লাহ (সা:) এর নবুওয়াত

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল এবং মুযিযা।

মোটকথা,গোটা মানব বিশ্বের প্রত্যেকের শুরু-শেষ, আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম, প্রতিশ্রুতি-ধমক, শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, উপদেশ, দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের মূল উৎস এই কুরআনের মধ্যেই সমাবেশ ঘটেছে।মহান রব্বুল আলামিন নিজেই কুরআনের মধ্যে কোরআনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। নিম্নরূপ ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।

সূরা বাকার ২::২

اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾

পরম করুণাময়,

عَلَّمَ الْقُرْاٰن ﴿٢﴾

তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।

[সূরা আররহমান ৫৫::১~২]

فَاسْتَمْسِکْ بِالَّذِیْۤ اُوْحِیَ اِلَیْکَ ۚ اِنَّکَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۴۳﴾

অতএব তোমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাকে তুমি সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। নিশ্চয় তুমি সরল পথের উপর রয়েছ। সূরা যুখকরুম ৪৩:::৪৪

هَـٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَـٰهُ

এটা বরকতময় উপদেশ যা আমি নাযিল করেছি । [সূরা আল আম্বিয়া ২১:৫০]

نَزَّلۡنَا عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ تِبۡیَانًا لِّکُلِّ شَیۡءٍ

আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, [সূরা নাহল ১৬:৮৯]

﴿تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾

এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। [সূরা আল হাক্কাহহ ৬৯::৪৩]

قَدۡ جَآءَکُمۡ مِّنَ اللّٰہِ نُوۡرٌ وَّ کِتٰبٌ مُّبِیۡنٌ ﴿ۙ۱۵﴾یَّہۡدِیۡ بِہِ اللّٰہُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَہٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ یُخۡرِجُہُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ بِاِذۡنِہٖ وَ یَہۡدِیۡہِمۡ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ﴿۱۶﴾

অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে।এটি একটি সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শনকারী

কিতাব, যার দ্বারা আল্লাহ তার সন্তোষ সন্তান কারীদের শান্তি

ও নিরাপত্তার পথ দেখান এবং নিজের ইচ্ছায় তিনি তাদেরকে বের করে আনেন সকল প্রকার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আর তাদের পরিচালিত করেন সরল সঠিক পথে।

[সূরা মায়েদা ৫::১৫~১৬]

ِشَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡهِ الۡقُرۡاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الۡهُدٰی و الۡفُرۡقَانِ

রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।

[সূরা আল বাকারা ::১৮৫]

ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।

[সূরা আল মায়েদা :৩]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবানী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।[সূরা ইউনুস:১০: ৫৭]

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحۡمَۃٌ لِّلۡمُؤۡمِنِیۡنَ ۙ وَ لَا یَزِیۡدُ الظّٰلِمِیۡنَ اِلَّا خَسَارًا﴿۸۲﴾

আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়। [সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৮২]

﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾

এটা খোদাভীরুদের জন্যে অবশ্যই একটি উপদেশ। [সূরা আলহাক্কাহ ৬৯::৪৮]

﴿ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ

এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। [সূরা তালাক ৬৫::৫]

وَ اعۡتَصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰهِ جَمِیۡعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوۡا

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।[সূরা আল ইমরান ৩::১০৩]

﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

আপনি বলে দিন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়-যেহেতু তিনি আল্লাহর আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন, যা সত্যায়নকারী তাদের সম্মুখস্থ কালামের এবং মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা। [সূরা বাকারাহ ২::৯৭]

وَ كَذٰلِکَ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلَیۡکَ رُوۡحًا مِّنۡ اَمۡرِنَا ؕ

অনুরূপভাবে আমি তোমার কাছে আমার নির্দেশ থেকে ‘রূহ’কে ওহী যোগে প্রেরণ করেছি।[সূরা আশ-শুরা ৪২::৫২]

اَلَّذِیۡنَ اٰتَیۡنٰهُمُ الۡکِتٰبَ یَتۡلُوۡنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِکَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِهٖ ؕ وَ مَنۡ یَّکۡفُرۡ بِهٖ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ﴿۱۲۱﴾

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। তারাই তার প্রতি ঈমান আনে। আর যে তা অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। [সূরা আল বাকারা ২::১২১]

কুরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞা

ড. সুবহিসালিহ বলেন :

اَمَّا الْكِتَابَ فَالْقُرْاٰنُ اَلْمُنَزَّلُ عَلىَ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ اَلْمنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًابِلَا ب شُبْهَةٍ.

" আল কুরআন হচ্ছে এমন বানী এবং মুজিজা যা মহানবী মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম আসসালাম এর উপর অবতীর্ণ এবং গ্রন্থাবদ্ধ, তাঁর থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত এবং যার তেলাওয়াত ইবাদত হিসেবে পরিগণিত "১

জোরজানীর মতে –

اَمَّا الْكِتَابَ فَالْقُرْاٰنُ اَلْمُنَزَّلُ عَلىَ الرَّسُوْلِلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ اَلْمنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًابِلَا ب شُبْهَة.ٍ

" আল কিতাব হলো আল কুরআন মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এটি মাসাহিফের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি মহানবী মোহাম্মদ সাঃ থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত ; যাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। "২

বস্তুত কুরআন হচ্ছে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত কিতাব। এটি মহানবী সাঃ এর নবুয়াতি জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছরের জীবনে না নাযিল হয়েছে আয়াত ও সূরা আকারে পর্যায়ক্রমে। জিবরীল আলাইহিস সালাম তা নিয়ে এসেছেন আসমান থেকে আল্লাহ তাআলার হুকুমে। যার বর্ণনা এবং গ্রন্থাবদ্ধ করনে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।এটি সন্দেহ মুক্ত ও নিরাপদ ভাবে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ আছে যা কেয়ামত পর্যন্ত কোন পরিবর্তন

ঘটবে না।

১-ড. সুবহিসালিহ : মাবহিছ ফি- উলুমিল কুরআন

২- জুরজানি : আততা'রিফাত ইস্তাম্বুল। মাতবাআহ আহমাদ কামিল,১৩২৭হি. পৃ.২২৩

রেফারেন্স :::কুরআন অধ্যয়নের গুরুত্ব

ড. মোহাম্মদ মাকছুদুর রহমান।

দারুস সালাম বাংলাদেশ

ঐতিহাসিকগণের মতে

ঐতিহাসিক 'লেনপোল' বলেন,, শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে দুনিয়ার উপর পাপাচারে যেসব আচ্ছাদান পড়েছিল কুরআন সেসবের মূলোৎপাটন করলো। কুরআন বিশ্বকে উন্নত মানবিক চরিত্র, নাগরিক আইন,এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করলো। অত্যাচারীদের হৃদয়বান এবং বর্বরদের ধার্মিক বানিয়ে ছাড়লো। এই পবিত্র গ্রন্থ দুনিয়ায় না এলে মানবিক চরিত্র সমূলে ধ্বংস হয়ে যেত। আর দুনিয়ার মানুষ হতো নামে মাত্র মানুষ। ""

ঐতিহাসিক রেভারেন্ড বসওয়ার্থ বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি না লিখতে পারতেন না পড়তে জানতেন, অথচ তিনি এমন একটি গ্রন্থ উপহার দিলেন, যা একাধারে পদ্যগ্রন্থ, গদ্যগ্রন্থ, আইনগ্রন্থ ও উপাসনা গ্রন্থ। আজ বিশ্বের এক ষষ্ঠাংশ অধিবাসী কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী, সত্যতা এবং জনপ্রিয়তাকে একটি জীবন্ত মুযিযা বলে বিশ্বাস করে।"

রেফারেন্সঃআব্দুল মতিন জালালাবাদী :কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি :আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা পৃ. ২৩

কুরআনের বিভিন্ন নাম

কুরআনের বেশ কিছর নাম রয়েছে। যেমন- হুদা (পথনির্দেশক), যিকর (উপদেশ বাণী), ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী), নূর (আলো), বুরহান (প্রমাণ), হাকীম (মহা জ্ঞানপূর্ণ), ইত্যাদি। যেমন কুরআনে এসেছে, تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ‘তিনি বরকতময় যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) নাযিল করেছেন যেন তা জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে’ (ফুরকান ১)।

হিফজে কুরআন

কুরআন হিফজ করা প্রত্যেক মুসলিমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কাজ। কুরআনের হক বা অধিকার হচ্ছে হিফজে কুরআন। প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে যতটুকু পারা যায় কুরআন হিফজ বা মুখস্ত করা। নিজের সন্তান-সন্তনী, পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের অর্থাৎ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষদের কুরআন হিফজ এর শিক্ষা দেওয়া উচিত । কুরআন মুখস্থের মাধ্যমে সবচেয়ে উপকারিতা দিক হচ্ছে, মানুষ তার হিফজকৃত অংশ অনুযায়ী নিজে আমল করে এবং সে অনুযায়ী অন্য মুসলিমকেও দাওয়াত দিতে সক্ষম হয়। আল্লাহতালা বলেন ঃ

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴿٢﴾ َ

"এটি কিতাব, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তার সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোন সংকীর্ণতা না থাকে। যাতে তুমি তার মাধ্যমে সতর্ক করতে পার এবং তা মুমিনদের জন্য উপদেশ।". [সূরা আরাফ ৭ঃ২]

সাহাবায়ে কেরামগণ নিজে কুরআন মুখস্থ করতেন এবং সে অনুযায়ী আমল করতেন। কিন্তু বর্তমান যুগে কুরআন হিফজ নিয়ে অনেকেই ভুল ধারণা মধ্যে আছে। প্রধানত এর তিনটি কারণ দেখা যায়। নিম্নরূপঃ

প্রথম কারণঃ ঈমানের দুর্বলতা যে কুরআনের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার অভাব।

দ্বিতীয় কারণঃ ভুল ধারণা করে বসে আছে, শিশুকালে হিফজ করতে হয়। অর্থাৎ হাফিজ হওয়া শিশুদের কাজ।

তৃতীয় কারণঃ হয় পূর্ণ কুরআন মুখস্ত করো না হয় শুধু নামাজের সূরা গুলো মুখস্ত করো। মাঝামাঝি কোনোটা ঠিক না।

সত্যিকার অর্থে কুরআন হিফজের কোনো নির্দিষ্ট বয়সসীমা নেই। যেকোনো বয়সের মানুষ চাইলেই কুরআন হিফজ করতে পারবে। আর এজন্য প্রয়োজন ইচ্ছা শক্তি ও মেহনত এবং কুরআনের প্রতি প্রেম অনুধাবন করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ৪০ বছর বয়সে কুরআন নাজিল হয় এবং তিনি কুরআন হিফজ করেন।নবীজি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِىْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارَ ٍ

'যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়বে এবং তা হিফজ করবে এবং তার হালালকৃতকে হালাল ও হারামকৃতকে হারাম জেনে চলবে, আল্লাহ তাকে বেহেশতে স্থান দিবেন এবং তার আত্মীয়বর্গের মধ্য হতে দশজন লোকের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন যাদের জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে ছিল।' (-তিরমিযী)

অতএব, শুধু নামাজে সূরাগুলো মুখস্ত করে বসে থাকলে হবে না, এর বাইরেও মুসলিমদের কর্তব্য কুরআন হিফজ করা। একবার ভেবে দেখুন,সাধারণত কুরআন তেলাওয়াত করার ফলে যদি আমলনামায় অসংখ্য নেকী দেয়া হয়, তাহলে কুরআন মুখস্থকারীর নেকী কি পরিমাণ হতে পারে। একজন কুরআন হিফজ প্রত্যাশী ব্যক্তি অসংখ্য বার কুরআন তিলাওয়াত করে, সে তার হিফজ স্থায়ী করার লক্ষ্যে বারবার তেলাওয়াতে ধ্যান-মগ্ন থাকে; আবার ভুলে গেলে পুনরায মুখস্ত করার উদ্দেশ্য নিজেকে নিয়োজিত করার চেষ্টা করে।হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসুউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত;তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ;;

"যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে, তার জন্য একটি নেকি রয়েছে। আর প্রত্যেকটি নেকি হয়ে থাকে তার দশ গুণ পরিমাণ। " আমি একথা বলছি না যে,

""আলিফ-লাম-মিম"" হলো একটি হরফ ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মিম একটি হরফ।

প্রকৃতপক্ষে দুর্বল সরণশক্তি তিলাওয়াতকারীদের সওয়াবের পরিমাণ যদি আন্দাজ করা অসম্ভব হয়,,তাহলে হাফিজের সওয়াবের পরিমাণ অনুধাবন করা সম্ভব না একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন-ই তা ভালো জানেন।

অতএব মুসলিমের ঈমানের দাবি যে, জীবিকা নির্বাহের জন্য যে পেশা বা কর্মই গ্রহণ করি না কেন, আগে আমাদের মূলভিত্তি বা কুটি হবে ঠিক করা, আর তাহলো কুরআন হিফজ করা।

পবিত্র কুরআন মুখস্থ করা ও সেটা সংরক্ষিত রাখা চূড়ান্ত ধৈর্য ও সর্বোচ্চ স্মৃতিশক্তির কাজ। এই অসাধ্য সাধনকারীদের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন;

مَثَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ حَافِظٌ لَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهْوَ , عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَان - ‘কুরআনের হাফেয ও তেলাওয়াতকারীগণ সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণের ন্যায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। অতি কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সর্বদা

তেলাওয়াত করে কুরআনের হিফযকে সংরক্ষিত রাখে, সে দ্বিগুণ নেকী হাছিল করবে’। [*বুখারী হা/৪৯৩৭; আহমাদ হা/২৪৮৩২*]

ওহীর প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীর মানুষের জন্য দুটি কাজ অবশ্যই পালনীয়।

প্রথমত:::তার চার পাশে বিশ্বের মধ্যে যা কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো।

দ্বিতীয়ত:::আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করা।

এই দুটি কাজ পালনের জন্য জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রকৃতি এবং সৃষ্টিরাজি মাধ্যমে উপকার পাওয়ার পদ্ধতি যতক্ষণ পর্যন্ত জানা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো বস্তুকে নিজের কাজে প্রয়োগ করা সম্ভব না। এমনিভাবে মানুষ যতক্ষণ এ কথা জানবে না যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি কোন পথে? কিসে আল্লাহর পছন্দ আর কিসে আল্লাহর অপছন্দ?ততক্ষণ পযর্ন্ত আল্লাহর খুশির দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করা সেই ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব।

আল্লাহপাক মানবজাতিকে সৃষ্টিগতভাবেই তিনটি বিষয় দান করেছেন যার মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত হয়।

১। প্রথমত হচ্ছে পঞ্চইন্দ্রিয় (চুক্ষু,কর্ণ,জিহবা,নাসিকা ও ত্বক।

২। দ্বিতীয়তঃ মেধা শক্তি।

৩। তৃতীয়তঃ ওহী।

সাধারণত মানুষ পঞ্চইন্দ্রীয়ের সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করে থাকে। আর যে বিষয়ে এ দুটি জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয় না তখন ওহীকে কাজে লাগানো হয়।মানুষকে সঠিক রাস্তা দেখানোর জন্য শুধু মেধা শক্তি ও ইন্দ্রিয় শক্তি যথেষ্ট নয় বরং তার দ্বীনি হেদায়েত লাভ ও অর্জনের জন্য

অত্যন্ত প্রয়োজন আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ওহী।ওহী হচ্ছে মানুষের জন্য জ্ঞান অর্জনের সবথেকে উত্তম মাধ্যম। যা তার জীবনের সাথে জড়িত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর জোগাড় করে দেয়।যেমন কোনো বস্তুর রং নির্ধারণ করা পঞ্চইন্দ্রিয়ের কাজ।আবার অদৃশ্য কোন কিছুর অস্তিত্ব অনুধাবন করা পঞ্চইন্দ্রীয়ের কাজ না বরং মেধা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টির অস্তিত্ব থেকে স্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজে বের করে তা বুঝে নেওয়া।ওই ব্যক্তি কে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? তার কাজ বা দায়িত্ব কি? তার কোন কাজে রব সন্তুষ্টি আর কোন কাজে রব অসন্তুষ্ট তা জানার জন্য ইন্দ্রিয় শক্তি ও মেধা শক্তি উভয়ই চেষ্টা করলে জবাব দিতে পারবে না।মানুষকে এসব বিষয়ে জবাব পাওয়ার জন্য স্রষ্টার প্রেরিত পদ্ধতি ''ওহী'' অবলম্বন অত্যন্ত প্রয়োজন।

কুরআন শিক্ষা করা ফরজ

আল্ কুরআনের প্রথম বাণী হচ্ছে ,, আল -কুরআনের প্রথম বাণী হচ্ছে, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক-১) এখানে ইক্করা, অর্থ: পড়ো।এ আয়াতের মাধ্যমে মহান রাব্বুল আলামিন মুসলিমদের জানিয়ে দিয়েছেন জানার জন্য, বুঝার জন্য এবং সঠিকটা মেনে চলার জন্য পড়ালেখা কর, অধ্যায়ন করো।আল্লাহ পাক জ্ঞান অর্জন করতে বলছেন মুসলমানদের।শুধু তাই নয় বরং জ্ঞান অর্জন করা

মুসলমানদের উপর আল্লাহ তাআলা ফরজ করে দিয়েছেন।আর এটার বাস্তব নিদর্শন দিয়েছেন রসূল সাঃ। আল হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ;;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ।"।   (সূনান ইবনে মাজা)

জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আল -কুরআন শিক্ষা করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপরে আল্লাহ ফরজ করেছেন। রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছন;

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّى مَقْبُوضٌ

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা কুরআন ও ফারায়েজ (উত্তারাধিকার আইন) শিক্ষা করো এবং মানুষদেরকে শিক্ষা দাও কেননা আমাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে।" (সূনান আত-তিরমিযি)

তাই আমাদের উপরে কর্তব্য আল -কুরআন ও ইলমে ফারায়েজ (উত্তারাধিকার আইন) শিক্ষা করা এবং এর নুরে জীবনের প্রতিটা দিক পরিচালিত করা। প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন পড়া জানতে হবে। যদি সে নিজেকে মুসলিম বলে

দাবি করে অবশ্যই তাকে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।কুরআন শিক্ষায় কোনো ধরনের গাফিলতি করা চলবে না। উম্মতকে এই কুরআন শিক্ষার নির্দেশ দিয়ে ইবনে মাসুউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেনঃ

تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ وَاتْلُوهُ

"" তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তেলাওয়াত করো ""[মুসান্নাফ ইবন আবি শাইবাহ:৮৫৭২]

নামাজের জন্য কুরআন শিক্ষা

আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর ২য় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও ইসলামী বিধান হচ্ছে নামাজ। আল্লাহ মুমিনদের জন্য প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ করে দিয়েছেন। প্রত্যেক মুসলমানদের ঘরেই নামাজ পড়া হয়।আর নামাজ পড়ার জন্য সর্বপ্রথম যেইটা প্রয়োজন সেটা হলো কোরআনের সুরা গুলে মুখস্ত করা। আর কোরআনের সুরা ছাড়া নামাজ আদায় করা অসম্ভব। সালাত আদায়ের জন্য কুরআন শিখতেই হবে। কুরআনে বলেন আল্লাহতালাঃ

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

""অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়।"" [সূরা মুযযাম্মিল ৭৩::২০]

সালাত ছাড়া মুসলিমদের কোন অস্তিত্ব বা পরিচয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ;

صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

''যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না তার সালতই হয় না "" [সহিহ বুখারী ::৭৫৬]

মুসলিমদের জন্য নামাজের পড়তে হলে কুরআন শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক।

কুরআন প্রচারে কুরআন শিক্ষার প্রয়োজন

কুরআন মাজিদে কুরআন প্রচারের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে নির্দেশ পালনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামগণ কুরআন প্রচার প্রসারে নিজেকে সর্বদা নিমোজ্জিত রেখেছেন।আর যদি কোন মানুষ কুরআন পড়তে না জানে, তাহলে সে কিভাবে কুরআন শিক্ষার প্রচার করবে। কুরআন প্রচার-প্রসারের জন্য কুরআন শিক্ষা প্রয়োজন। আল্লাহতালা বলেন:

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

""হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও"" [সুরা মায়েদা ৫:৬৭]

এ নির্দেশের আলোকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কুরআনের প্রচার-প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। উম্মতকেও এ দায়িত্ব পালনের জন্য জোর তাক্বীদ দিয়ে তিনি বলেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَة 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে (আল্লাহ্র বাণী) পৌঁছিয়ে দাও, যদি একটি আয়াতও হয় (তবুও)' (বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَاقْرَءُوهُ وَأَقْرِئُوهُ، فَإِنّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوحُ بِرِيحِهِ كُلّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُ وكِئَ عَلَى مِسْك.

তোমরা কুরআন শেখ। অতঃপর তা পড় এবং পড়াও। কেননা যে ব্যক্তি কুরআন শিখল এরপর তা পড়ল এবং রাতে (তাহাজ্জুদের) নামাযে তা তিলাওয়াত করল, সে ব্যক্তি এমন পাত্রের মতো, যা মেশক আম্বর দিয়ে পূর্ণ, যা সর্বত্র সুগন্ধি ছড়ায়। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিখে শুয়ে থাকল এ ব্যক্তি এমন পাত্রের ন্যায়, যা মেশক ভরে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। (ফলে তা থেকে আর সুগন্ধি বিকরিত হয় না।) [জামে তিরমিযী, হাদীস ২৮৭৬]

অন্তরের তৃপ্তিতে কুরআনের শিক্ষা

মানব জীবনে অর্থ বা অন্যান্য কারনে তৃপ্তি আসলেও অনেক মানুষ মানসিকভাবে অশান্তিতে ভুগে। মানুষের জীবনে অনেক রকম পেরেশানি ও চিন্তা উদ্বিগ্নতা থাকে।কখনো ব্যক্তিগত, কখনো পারিবারিক এবং কখনো সামাজিকভাবে ইত্যাদি। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজন কুরআন শিক্ষার।আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যখন কেউ চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হয়, তখন যদি সে বলে ;

اَللّٰهُمَّ اِنِّي عপَبْدُك ابْنُ أَمَتِك نَاصِيَتِي بِيَدِك أَسْأَلُك بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَك سَمَّيْت بِهِ نَفْسَك أَوْ أَنْزَلْته فِي كِتَابِك أَوْ عَلَّمْته أَحَدًا مِنْ خَلْقِك أَوْ اسْتَأْثَرْت بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَك أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي

""হে আল্লাহ, আমি আপনার বান্দার সন্তান এক বান্দা, আপনার বাঁদির ছেলে এক বান্দা, আমি আপনার হুকুমের অধীন, আপনার ফায়সালা ন্যায় পূর্ণ;আপনি নিজের যত নাম বলেছেন অথবা আপনার কিতাবে উল্লেখ করেছেন অথবা আপনার সৃষ্টির কাউকে জানিয়েছেন কিংবা একক ভাবে তার জ্ঞান নিজের কাছে রেখেছেন, সবগুলোর মাধ্যমে আপনার কাছে আমার প্রার্থনা :কুরআন কে আমার অন্তরের বসন্ত করে দিন, আমার সিনার আলো বানিয়ে দিন, আমার চিন্তা দূরকারী বানিয়ে দিন, আমার উদ্বিগ্নতা দূরকারী বানিয়ে দিন "

এ দুআ করলে আল্লাহ তার চিন্তা-উদ্বিগ্নতা দূর করে দেবেন এবং চিন্তার স্তলে আনন্দিত করে দিবেন।সাহাবিগন বললেন "আল্লাহর রাসূল (সাঃ), আমরা কি এ বাক্যগুলো শিখে নেব?

রাসূল(সাঃ) উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তিই এ বাক্যগুলো শুনবে, তার উচিত এগুলো শিখে নেওয়া। " [মুসনাদু আহমাদ হা/২৪৬]

'কুরআনকে হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দেন ' বলার কারণ হচ্ছে বছরের সব ঋতুর মধ্যে বেশি আরামদায়ক হচ্ছে বসন্তে ঋতু। "বসন্তকালে মহান আল্লাহর রহমতের যে নিদর্শন মিলে, জমিন মরে যাওয়ার পর নতুনভাবে জীবন পায়, তেমনই কুরআনের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ের ঈমান ও জ্ঞানের ফোয়ারা উঠে ; আর কুফুরি, অজ্ঞানতা ও চিন্তার অন্ধকার দূর হয়ে যায়।'

'এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে ;;

اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ تَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِكۡرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ ؕ

"'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়'।" [সুরা আর রদ ১৩::২৮]

কুরআন তোমার অন্তরের শান্তি —পেরেশানির সময় হৃদয়ের সান্তনা

শান্তি ও স্থিরতা অর্জুনের পেছনে কুরআন কারীমের অবদান অপরিহার্য। আর এর জন্য প্রয়োজন সহিহ ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করা।

রেফারেন্সঃ কুরআনের--প্রেমে ব্যাকুল হৃদয়

লেখক: আমর আশ-শারকাবি

হেদায়েত লাভের জন্য কুরআন শিক্ষা

আল কুরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য একমাত্র হেদায়েত গ্রন্থ। এই কিতাবই পৃথিবীর সব মানুষকে সঠিক রাস্তা দেখায়,হেদায়েতের নূরে নূরানীত করে।।আল্লাহ তাআলা বলেন ;

اِنَّ هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ یَهۡدِیۡ لِلَّتِیۡ هِیَ اَقۡوَمُ وَ یُبَشِّرُ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ الَّذِیۡنَ یَعۡمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمۡ اَجۡرًا كَبِیۡرًا

"নিশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।" [সুরা বনি ইসরা ১৭:৯]

وَّ اَنَّ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَۃِ اَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابًا اَلِیۡمًا

আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[সুরা বনি ইসরা ১৭:১০]

اَهۡلَ الۡکِتٰبِ قَدۡ جَآءَکُمۡ رَسُوۡلُنَا یُبَیِّنُ لَکُمۡ کَثِیۡرًا مِّمَّا کُنۡتُمۡ تُخۡفُوۡنَ مِنَ الۡکِتٰبِ وَ یَعۡفُوۡا عَنۡ کَثِیۡرٍ ۬ؕ قَدۡ جَآءَکُمۡ مِّنَ اللّٰہِ نُوۡرٌ وَّ کِتٰبٌ مُّبِیۡنٌ

"হে কিতাবীগণ, তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছে, কিতাব থেকে যা তোমরা গোপন করতে, তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট সে প্রকাশ করছে এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে।"

[সুরা মায়েদা ৫:১৫]

আল কুরআন ছাড়া অন্য কিছুতে হেদায়েতের জন্য অনুসন্ধান বা অন্বেষণ করা যাবে না। যদি কেউ এটা করে তাহলে আল্লাহ নিজেই তাকে গুমরাহ করে দিবেন। এ সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত আছে ;

مَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ

“যে ব্যক্তি কুরআন ছাড়া অন্য করো কাছে হিদায়াত চাইবে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দিবেন।” (সূনান আত-তিরমিযি)

আমাদের জীবন চলার পথে ইসলামকে সঠিকভাবে জানার জন্য হেদায়েতের একমাত্র কিতাব আল কুরআন শিক্ষা করতে হবে।আল্লাহ বলেন;

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে। [সুরা বানি ইসরা ১৭:৯]

আমলে আল কুরআনকারীর মর্যাদা

মহান রব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন সকল বাতিল দ্বীনের উপর ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে।কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন।" [সুরা ৬১:৯]

আল কুরআন বিশ্বের সভ্যতার দরবারে সম্মানিত-মর্যাদাবান ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাবুলগ্রন্থ । যারা তা আমল করে তাদের এবং এই কিতাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠাকারী কে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।তাদের পরিবারের লোকদের জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য সুপারিশ করা অনুমতি দিবেন। হাদিসের রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম বলেন ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ ، فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّار .

“হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করবে এবং কুরআনকে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবে। কুরআনে বর্ণিত হালালকে হালাল হিসেবে মেনে নেবে, হারামকে হারাম হিসেবে মেনে নেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন

এবং পরিবারের দশজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দিবেন যাদের সকলের ব্যাপারে জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে গিয়েছিলো।” (সূনান আত-তিরমিযি)

সুতরাং মৃত্যুর পর জান্নাতে আল্লাহর কাছ থেকে উচ্চ মর্যাদা বা উচ্চ মাকাম পাওয়ার জন্য সমগ্র মানুষের উচিত কুরআন অধ্যায়ন করা। নিজের জীবনে চলার পথে তা মেনেচলা এবং দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করার প্রয়োজন। হাদিসে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম সালাম বলেন ;

يُقَالُ - يَعْنِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ -: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا.

(কেয়ামতের দিন) ছাহিবে কুরআনকে বলা হবে, তুমি তিলাওয়াত করতে থাক এবং (উপরের দিকে) চড়তে থাক। তুমি উত্তমরূপে তিলাওয়াত করতে থাক যেভাবে দুনিয়াতে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতে। কেননা তুমি যতটুকু পর্যন্ত পড়বে সেখানে হবে তোমার ঠিকানা। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৭৯৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৬৪

রেফারেন্সঃ মাওলানা মোঃ হাবিবুর রহমান

ইসলামে আল কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

কুরআন শিক্ষা করা সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদতঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন,, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন;; " তোমরা কুরআন ও ফরায়েজ উত্তরাধিকার আইন শিক্ষা করো এবং মান। "

আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে আল কুরআন অধ্যায়ন করা, কুরআন জানা বুঝার চেষ্টা করা দুনিয়াতে সমস্ত কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজ। এর মধ্যে আছে জীবন পরিচালিত করার সকল পদ্ধতি,এটা হেদায়েতের মূল চাবিকাঠি। প্রত্যেক কাজ শুরুর আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ পড়ার (আল্লাহর নাম নিয়ে) শুরু করার কথা বলেছেন। তবে যে কোন কাজ শুরু করার আগে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেননি। শুধুমাত্র একটি কাজ করার আগে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে চাইতে বলেছেন। সেটা হল কুরআন তেলাওয়াত বা অধ্যায়নের সময়। এ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেন ;;

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও।" [সুরা আন নাহল ১৬:৯৮]

আল্লাহর এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, শয়তান প্রত্যেক ভালো কাজে মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে।আর কুরআন পড়ার সময় সবথেকে বেশি কুমন্ত্রণা দেওয়ার চেষ্টা করে শুরু থেকে

শেষ পর্যন্ত। কারণ কুরআন থেকে দূরে থাকলে শয়তান সব থেকে বেশি খুশি হয়। জন্য আল্লাহ তাআলা আশ্রয় চাইতে বলেছেন।

রেফারেন্সঃওয়েবসাইট

জান্নাত লাভের জন্য কুরআন

প্রত্যেক মুমিনের সর্বোচ্চ কামনা আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে জান্নাতে যাওয়া। জান্নাতে যেতে হলে অবশ্যই কুরআন শিক্ষা অর্জুন করতে হবে। হাদিসে আছে

»اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَان«ِ

অর্থ: সিয়াম ও কুরআন কিয়ামাতের দিন মানুষের জন্য এভাবে সুপারিশ করবে যে, সিয়াম বলবে হে আমার রব, আমি দিনের বেলায় তাকে (এ সিয়াম পালনকারীকে) পানাহার ও যৌনতা থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবূল কর।

অনুরূপভাবে কুরআন বলবে, হে আমার রব,আমাকে অধ্যয়নরত থাকায় রাতের ঘুম থেকে আমি তাকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবূল কর। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবূল করা হবে [মুসনাদ আহমাদ: ৬৬২৬]।

রেফারেন্সঃ ওয়েবসাইট

জ্ঞানের অফুরন্ত ভান্ডার আল কুরআন

মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ, কাজেই সীমাবদ্ধ জীবনে জ্ঞানের পরিধি আর কত বৃদ্ধি পাবে। তোমাদিগকে কেবলমাত্র সামান্য পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে। আল্লাহপাকের জ্ঞানের ভান্ডার অসীম, আর আমাদের পক্ষে তা নির্ণয় করা অসম্ভব। আল্লাহ পাক এমন এক গ্রন্থ পাঠিয়েছেন তা হতে সর্ব যুগের মানুষ ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, ইহ লৌকিক, ও পারলৌকিক, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে জ্ঞান করে থাকে।

মোটকথা মানুষের চিন্তার খোরাক ও গবেষণার বিষয়বস্তু এ কুরআনের বিদ্যমান। কুরআনে আল্লাহ বলেন ;

اَفَلَمۡ یَنۡظُرُوۡۤا اِلَی السَّمَآءِ فَوۡقَهُمۡ کَیۡفَ بَنَیۡنٰهَا وَ زَیَّنّٰهَا وَ مَا لَهَا مِنۡ فُرُوۡجٍ

"তারা কি তাদের উপরে আসমানের দিকে তাকায় না, কিভাবে আমি তা বানিয়েছি এবং তা সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোন ফাটল নেই।" [সুরা কা-ফ ৫০:৬]

কুরআনের এই আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সৌরজগৎ নিয়ে চিন্তা চেতনা করার প্রেরণা জাগিয়েছেন এবং স্বচ্ছ ও স্বাধীন চিন্তা-শক্তি ও বুদ্ধি বিবেচনা কাজে লাগাবার জন্য বলেছেন কুরআনে। কুরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে মানুষের গুণাবলী মানব-সুলভ আচরণ ছিল লাঞ্ছিত ও পদদলিত। কুরআনের মাধ্যমে খোদার খোদায়ী ও তার অস্তিত্বের সুষ্ঠু

ধারণা পেশ করে সেই গলদ ও বাতিল বিশ্বাসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ মহানবীকে বলেন ;;

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ

"পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ

"সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে।"

اِقۡرَاۡ وَ رَبُّکَ الۡاَکۡرَمُ

"পাঠ করঃ আর তোমার রাব্ব মহা মহিমান্বিত,।" [সুরা আলাক ৯৬:১-১৩]

আল্লাহ মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছে যা সে আগে জানতো না।মানুষকে অজ্ঞতা ও বর্বরতার   যুগ থেকে বের করে এনে তাওহীদের শিক্ষায় বিশ্বাসী করা কোন মানুষের পক্ষে মোটেও সম্ভব ছিল না। একমাত্র কুরআনই বিশ্ববাসীর সামনে অকাট্য যুক্তির সাহায্যে অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার সমূহ হাজির করেছে। তা থেকে শত শত মানুষ মাথানত করতে বাধ্য হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। কুরআন মানব জাতিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জ্ঞানের বেড়াজাল থেকে ধ্বংস করে প্রকৃত জ্ঞানের বলিয়ান হতে আহ্বান করেছে।

কুরআন বলে ;

اِنَّ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ اخۡتِلَافِ الَّیۡلِ وَ النَّهَارِ وَ الۡفُلۡکِ الَّتِیۡ تَجۡرِیۡ فِی الۡبَحۡرِ بِمَا یَنۡفَعُ النَّاسَ وَ مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنۡ مَّآءٍ فَاَحۡیَا بِهِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَ بَثَّ فِیۡهَا مِنۡ کُلِّ دَآبَّۃٍ ۪ وَّ تَصۡرِیۡفِ الرِّیٰحِ وَ السَّحَابِ الۡمُسَخَّرِ بَیۡنَ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ

"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে, সে নৌকায় যা সমুদ্রে মানুষের জন্য কল্যাণকর বস্তু নিয়ে চলে এবং আসমান থেকে আল্লাহ যে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন অতঃপর তার মাধ্যমে মরে যাওয়ার পর যমীনকে জীবিত করেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকার বিচরণশীল প্রাণী ও বাতাসের পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে নিয়োজিত মেঘমালায় রয়েছে নিদর্শনসমূহ এমন কওমের জন্য, যারা বিবেকবান।" [সুরা বাকারা ২:১৬৪]

কুরআন বাস্তবমুখী উদাহরণ বেশি পেশ করেছে।যেমন নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত। চন্দ্র ও সূর্যের পারস্পরিক সামঝোতা চলে আসছে বহু বছর ধরে । তাতে আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা উপলব্ধির সুস্পষ্টতা রয়েছে। সূর্য তার নিজস্ব গতিতে চলে এবং চন্দ্র তার গতিতে।না চন্দ্র সূর্যের নাগাল পায়, না সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায়, তেমনি রাত এবং দিন কেউ কাউকে অতিক্রম করতে পারেনা। মানব সৃষ্টি

কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভে আল্লাহ কুরআনে বলেন ;;

الَّذِیۡۤ اَحۡسَنَ کُلَّ شَیۡءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلۡقَ الۡاِنۡسَانِ مِنۡ طِیۡنٍ ۷

ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهٗ مِنۡ سُلٰلَۃٍ مِّنۡ مَّآءٍ مَّهِیۡنٍ ۸

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَ نَفَخَ فِیۡهِ مِنۡ رُّوۡحِهٖ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمۡعَ وَ الۡاَبۡصَارَ وَ الۡاَفۡـِٕدَۃَ ؕ قَلِیۡلًا مَّا تَشۡکُرُوۡنَ

""যিনি সব কিছুকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে।""

""অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে।""

""তারপর তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"" [সুরা আস-সাজদাহ ৩২:৭-৯]

মানুষের জ্ঞান অনুশীলনের জন্য কুরআনের উদাহরণ অতি সহজ যা মানুষের পক্ষে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করা কষ্টকর

নয়। আর এই জন্য বহু মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বের একত্ববাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। আর এই জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধির জন্য কুরআনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আলোচনা করা প্রয়োজন। সৃষ্টির আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর সৃষ্টির রহস্য থেকে শুরু করে বেহেশ্ত থেকে দুনিয়াতে প্রেরণ এর ঘটনা। হযরত নুহ আঃ, লুত আঃ,শোয়াইব আঃ এর আল্লাহর একত্ব বাদের প্রচারের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মুসা আঃ এবং ফেরাউনের খোদাই দাবি শেষ পরিণতি, দাউদ আঃ, সুলাইমান আঃ ঘটনা, ইদরীস আঃ ঘটনা, নমরুদের সাথে ইব্রাহিম আঃ এর বিতর্ক, পাখি হত্যার পর আবার জীবিত করা,ইব্রাহিম আঃ এর আত্মদানের ঘটনা, হযরত ইউসুফ আঃ কিচ্ছা, মুসা আঃ জন্ম লাভ, পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া,কিবতিকে হত্যা, মাদায়েনে সফর ও বিয়ে, গাছের উপর আগুন দেখা, আগুনের কথা শোনা, মুসা আঃ ও খিজ আঃ এর সাক্ষাৎ , জুলকারনাইন, আসহাবে কাহাফের কিচ্ছা, পরস্পর কথোপকথনে দুই ব্যক্তির কিসসা।শুধু মানুষকে বুঝানোর জন্য এইসব ঘটনা বলা হয়নি বরং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিরক ও মুশরিকের কিরকম শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল এবং তাদের উপর আল্লাহর গজব নাজিলের জ্ঞান মানুষকে জলন্ত উদাহরণসহ দেয়া। আর আল্লাহ কিভাবে তার মুমিন বান্দাদের সহায়তা করেন।

মৃত্যু ও তার পরের ঘটনাবলী কুরআনে আছে। মৃত্যুর অসহায়ত্ব, মৃত্যুর পরে কখন, কিভাবে বিচার হবে, জান্নাত বা জাহান্নামে কারা যাবে, আজাবের ফেরেশতারা কিভাবে আসেন ইত্যাদি বর্ণনা। কেয়ামতের নিদর্শন, ঈসা আঃ আসমান থেকে আগমন, দাজ্জাল,ইয়াজুজ-মাজুজ,ইত্যাদি বর্ণনা। ইনসাফের পাল্লা, আমলনামা বাম ও ডান হাতে দেওয়া,, জাহান্নামের শাস্তি, জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি ও নিয়ামতের বর্ণনা আছে।

এভাবে নানামুখী জ্ঞানের ভান্ডার স্থান পেয়েছে পবিত্র আল কুরআনে। ইহা কালের পরিবর্তন ও রুচির দ্রুত পরিবর্ধন এর মধ্যে টিকে থাকতে সক্ষম। সারা দুনিয়ার মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই জ্ঞান অন্বেষণের জন্য আলোচনা ও গবেষণা করে যাচ্ছে । চৌদ্দশ বছর পরেও এই গন্তে জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে থাকে।ইহাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, দেওয়ানী ফৌজদারী আইন, বিবাহ, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান ইত্যাদি সম্পর্কে রয়েছে। কুরআনের মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান আছে তা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রদ ও

গবেষণাযোগ্য। সর্বকালের ও সর্ব জ্ঞানের এই গ্রন্থ জ্ঞানী গুণী ও বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞান পুস্তিকা, ভাষাবিদের নিকট মহা শব্দকোষ, বিধি- বিধান প্রণয়ণকারির জন্য চিরন্তন পুস্তক, অর্থনীতিবিদদের জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপত্র, রাজনীতিবিদদের জন্য প্রয়োজনীয়। আর এই গ্রন্থ ধর্মীয় নেতাদের কাছে অমূল্য সম্পদ হিসেবে সমাদৃত।এই গ্রন্থ নিয়ে

যে গবেষণা করেছে সে লাভবান হয়েছে এবং ইতিহাসের পাতায় অমর হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানের ভান্ডার আল কুরআন অধ্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত

মাত্র এক মাস হল কুরআন নাজিলের মাস। এই এক মাসই কুরআনের সাথে মুমিনের সম্পর্ক দৃঢ় হয় এবং স্বর্গীয় সম্পর্ক গড়ে উঠে। দিনের সিয়াম, রাতের কিয়াম, তারাবীহ-তাহাজ্জুদ, জিকির তেলাওয়াত ও অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে ঈমানী জিন্দেগি প্রাণবন্ত হয়। রমাদান মাসেই কুরআনের সাথে মুসলিমের গভীর সম্পর্ক হয়। কুরআনের নূরে নূরানিত হয় তার দেহ মন।আল্লাহ বলেন ;

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ

"মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।" [সুরা আআনফাল ৮:২]

আল্লাহর কিতাব আল কুরআনে ইহকাল ও পরকালের সমস্ত ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। আর এই পবিত্র কিতাব তেলাওয়াতের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য সওয়াব ও নিয়ামত। কেননা কুরআন কোন সাধারণ কিতাবের মত নয় বরং এটা বিশ্বজগতের প্রতিপালক এর পক্ষ থেকে আসমানী নিয়ামতগ্রন্থ। পবিত্র আল কুরআন তেলাওয়াত এর অগণিত সওয়াব, আল্লাহর রহমত-বরকত ও নাজ-নিয়ামত রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ ﴿لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾

""যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে, এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা কর, যাতে কখনও লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।"" [সূরা ফাতির: ২৯~৩০]

নবীজি(সাঃ) নিজে তেলাওয়াত করতেন এবং সাহাবী থেকেও তেলাওয়াত শুনতেন

মহানবী অত্যান্ত মর্যাদার সাথে তেলাওয়াত করতেন যা হাদিস ও সিরাতে তার উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সালাতে, সালাতের বাহিরে, রাতের আধারে, দিনের আলোতে সর্বদা কুরআন পড়তেন।উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা(রাঃ) বলেন, নামাজের দাড়িয়ে এত দীর্ঘ সময় কুরআন তিলাওয়াত করতেন যে নবীজি (সাঃ) এর পা মুবারক ফুলে যেত। [সহিহ মুসলিম হাদিস ২৮১৯,২৮২০]

রমাদান মাসে হযরত জিব্রাইল(আঃ) কে নবীজি (সাঃ)পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন এবং জিবরাইল (আঃ) এর কাছ থেকে তেলাওয়াত শুনতেন। [সহি বুখারী হাদিস, ৬]

মহানবী (সাঃ) নিজে যেমন তেলাওয়াত করতেন তেমনি সাহাবীদের থেকেও তেলাওয়াত শুনতেন।একবার রাসূল (সাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে বলেন,, আমাকে একটু তিলাওয়াত করে শুনাও।তখন আব্দুল্লাহ ইবনে (রাঃ) ''ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)! আমি আপনাকে তেলাওয়াত শোনাবো ;আপনার উপরই তো কুরআন নাযিল হয়েছে। তখন মহানবী (সাঃ) বলেন আমার মন চাচ্ছে কারো কাছ থেকে একটু তেলাওয়াত শুনতে।এ শুনে মাসউদ (রাঃ) সূরা নিসা তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন, পড়তে পড়তে যখন এ আয়াত পর্যন্ত আসলেন ""সুতরাং (তারা ভেবে দেখুক) সেই দিন (তাদের অবস্থা) কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং হে নবী আমি

তোমাকে এইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষী রূপে উপস্থিত করবো।"" (সুরা নিসা ৪:৪১)

এতটুকু তিলাওয়াত করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন; ঠিক আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবীজি থামতে বলার পর আমি কে তাকিয়ে দেখি তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে।

[সহীহ বুখারী হাদীস :৫০৫৫,৪৫৮২]

রেফারেন্সঃ মাসিক আল কাউসার

মোহাম্মদ আশিক বিল্লাহ তানভীর

কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত ও শিক্ষাদানকারী শ্রেষ্ঠ

আমাদের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ আছে এবং এইসব মানুষদের মধ্যে যে কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয় ও সেই শিক্ষা দান করে সে সবার থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে পরিগণিত। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ;

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ,

""তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়।""

[বুখারী হা/৫০২৭; মিশকাত হা/২১০৯।]

অন্য বর্ণনায় হাদিস;;

إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه-ُ,

" ‘নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিখায়।"

[বুখারী হা/৫০২৮; ইবনু মাজাহ হা/২১১।]

অতএব কুরআন আমাদেরকে নিয়মিত তেলাওয়াত করতে হবে এবং এর ফজিলত উপলব্ধি করে জীবনকে সাজাতে হবে।

উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের একাধিক ব্যক্তিকে একই কবরে দাফন করা হয়। আর সবের্বাচ্চ কুরআন হিফযকারীকে রাসূল (ছাঃ) আগে কবরে নামানোর নির্দেশ দিলেন। যেমন জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন;

,كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِّلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ' -ِ

"নবী করীম (ছাঃ) উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের দু'জনকে একই কাপড়ে একত্রিত করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কুরআনে অধিক বিজ্ঞ কে? যখন তাদের কোন একজনের প্রতি ইশারা করা হ'ল, তখন তিনি তাকেই আগে কবরে নামানোর নির্দেশ দিলেন'।"

[4]. বুখারী হা/১৩৪৩; মিশকাত হা/১৬৬৫।]

এই ঘটনায় কুরআনে পারদর্শিতা অর্জনের সম্মান বর্ণিত হয়েছে। যা জীবিত ও মৃত সবার বেলায় নির্ধারিত ।আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ " هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُه" . ُ

" তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কতক লোক আল্লাহ্র পরিজন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কারা? তিনি বলেনঃ কুরআন তিলাওয়াতকারীগণ আল্লাহর পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।" [ইবনে মাজাহ:২১৫]

অগ্রসর হও বসে থেকো না

ইমাম হাম্বল (রাঃ) বলেন,, কোন ইবাদতে যদি তুমি হৃদয়ে প্রশান্তি খুঁজে পাও, তবে তাতে মনোনিবেশ কর, অবহেলা করে অমলটাকে পিছিয়ে দিয়ো না।কারণ তুমি জানো না পরে আবার কোন ব্যস্ততা এসে তোমাকে জড়িয়ে ধরবে।

আপনার অন্তর যখন পূর্ণ উদ্যমে থাকে, তখন বেশি বেশি করে কুরআন তাদাব্বুরে নিয়োজিত রাখো নিজেকে, তাতে পূর্ণ শক্তি ও হিম্মত নিয়ে আগান। যদি সম্পূর্ণ রূপে মনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনি সামান্য অগ্রসর হন মহান রব আপনাকে সামনের দিকে আরো এগিয়ে দিবেন। মহিমান্বিত রব সহজ করে দিবেন সবকিছু শুধু অবসাদের সময় তাদাব্বরে কুরআনে একটু সময় দেন।

সাধারণত মহান রব একটা সুযোগ করে দেন আল্লাহর রহমত বরকত হাসিল করার। যেমন রমাদান মাস, জিলহজের প্রথম দশ দিন।

আল কুরআনের সূরাগুলো যে শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে পড়তে হবে হবে এমন কোন ধরাবাধা নিয়ম কোথাও নেই। বরং কুরআনের যেই সূরা টা আপনার হৃদয়ে অনুভূত হয়, সেই সূরা দিয়ে তেলাওয়াত শুরু করেন।এরপর যে সুরা ইচ্ছা সে সূরা পড়েন দেখবেন শয়তান আপনার মনের মধ্যে বিরক্তি- ক্লান্তি সৃষ্টি করতে পারবেনা। এভাবেই আপনার মনে হিম্মত আসবে কুরআনের প্রতি এবং এই হিম্মত পূর্ণ উদ্যমে অটু থাকবে ইনশাআল্লাহ।

রেফারেনঃ তাআব্বুর কুরআন (কুরআন বুঝার রাজপথে)

আদিল মোঃ খলিল।

তেলাওয়াতে কুরআন

পবিত্র রমাদান মাসে মুমিন বান্দা তাকওয়ার যে চর্চা করে তা সারা বছরব্যাপী অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এই বন্ধন অটুট ও অক্ষুন্ন রাখা জরুরী। রমাদান মাসে কুরআনের সাথে যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে তার প্রধান কারণ তেলাওয়াতে কুরআন। যদি সারাবছর জুড়ে এই সম্পর্ক অব্যাহত থাকে তাহলে আমাদের ঈমানী নুর বৃদ্ধি পাবে,কলব জিন্দা হবে এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভের কার্যকর মাধ্যম হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কুরআনে বলেন ;

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَتۡلُوۡنَ کِتٰبَ اللّٰہِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَ اَنۡفَقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰہُمۡ سِرًّا وَّ عَلَانِیَۃً یَّرۡجُوۡنَ تِجَارَۃً لَّنۡ تَبُوۡرَ ۙ

لِیُوَفِّیَہُمۡ اُجُوۡرَہُمۡ وَ یَزِیۡدَہُمۡ مِّنۡ فَضۡلِہٖ ؕ اِنَّہٗ غَفُوۡرٌ شَکُوۡرٌ ۙ

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না।"

""যাতে তিনি তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী।"" [সুরা ফাতির ৩৫:২৯-৩০]

তিলাওয়াতে কুরআনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কুরআন সুন্নায় এবং এর অসংখ্য ফজিলত রয়েছে।

রেফারেন্সঃ মাসিক আল কাউসার

মোহাম্মদ আশিক বিল্লাহ তানভীর

কুরআন তেলাওয়াত কারী কে আল্লাহর রহমত আচ্ছাদন করে নেয়

কুরআন মাজীদ মহিমান্বিত রবের কথা বা কালাম। আল্লাহপাক এর এই কালাম যারা পড়ে, তা নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করে ,, তাদাব্বুর-তাফাক্কুর করে, হেদায়েত নিয়ে থাকে কুরআন থেকে, অন্যকে কুরআনিক শিক্ষা-দিক্কা দিয়ে থাকে এবং একে অন্যের সাথে কুরআনকে নিয়ে চর্চা করে বিশ্ব প্রতিপালক তাদের উপর খুশি হন। তাদের উপর রহমত বরকত বর্ষিত করেন, তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি ঢেলে দেন এবং তাদের মর্যাদা বুলান্দ করতে থাকেন। আবু হুরায়রা(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন,,

...وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَه.ُ

...আর যারা আল্লাহর ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে, তাদের প্রতি ‘সাকীনা’ তথা এক প্রকার বিশেষ প্রশান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর কাছের ফিরিশতাদের মাঝে তাদের আলোচনা করেন। - [সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯]

আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তামাম উম্মাহ কে সেই মোবারক কাফেলায় অংশীদার হওয়ার তৌফিক দান করুক। আমিন।

সহিহভাবে কুরআন তেলাওয়াতকারিগণ সম্মানিত ফেরেশতাদের কাছে থাকবেন

মুসলিম হিসেবে প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে সহিহ-শুদ্ধভাবে এবং তারতিলের সাথে কুরআনুল মাজিদ তেলাওয়াত করা। তার ফজিলত অসংখ্য ও অগণিত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত ,,

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ

যারা উত্তমরূপে কুরআন পড়বে তারা থাকবে অনুগত সম্মানিত ফিরিশতাদের সাথে। আর যে কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে আটকে যায় এবং কষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।

- - সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৯৮--

মুহানবী (সাঃ) এর এই হাদিসটি একদিকে যেমন উত্তম তেলাওয়াত কারির জন্য আনন্দজনক সংবাদ নিয়ে আসে তেমনি অন্যদিকে যাদের কুরআন পড়তে কষ্ট,, পড়তে গিয়ে আটকে আটকে যায়,,তাদের জন্য এই বাণী আশার সঞ্চারক।নবীজি সাঃ এর হাদিস অনুপাতে তাদের রয়েছে সওয়াব দ্বিগুন। তেলাওয়াতের সওয়াব এবং তিলাওয়াতকারীর কষ্টের সওয়াব। অর্থাৎ যারা বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে পারেনা তাদের নিরাশ হওয়ার কিছুই নেই। আল্লাহর রহমতের উপর বিশ্বাস রাখো এবং দ্বিগুণ সওয়াব অর্জন কর।আর এই নেকি পাওয়ার আশায় মেহনত ও চেষ্টা করতে থাকো।এভাবে চেষ্টা করতে করতে যখন সহীহ শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত ঠিক হয়ে যাবে তখন তো আর কোন কথাই নেই। নেককার ফেরেশতাদের সঙ্গী হয়ে যাবা ইনশাআল্লাহ

রেফারেন্সঃমাসিক আল কাউসার

মোঃ আশিক বিল্লাহ তানভীর

কুরআনের অনুরোধ মিলবে কুরআন তেলাওয়াতকারির জন্য

পৃথিবীর জমিনে যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন কে নিজের বন্ধু বানায় হাশরের ময়দানে কুরআন তাকে ভুলে যাবেনা। কেয়ামতের ভয়ংকর সেই মুহূর্তে কুরআন সঙ্গ দেবী এবং তার জন্য রব্বুল আলামিন এর দরবারে অনুরোধ করবে।আবু ওসামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত ,,

""কুরআনের ছাহিব কে""মোহাদ্দিস কেরাম বলেন, "ছাহিবে কুরআন " বলা হয় ওই ব্যক্তিকে যিনি কুরআন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। কুরআন তিলাওয়াতের মুশকুলে থাকেন। কুরআনের বিধানগুলো আমলে নেন।কুরআনের হিফজ করেন। মোটকথা কুরআনই থাকে তার জীবনের আরাধনা। "'[কূতুল মুগতাযী আলা জামিইত তিরমিজি ২/৭৩২]

অতএব প্রত্যেক মুমিনের 'কুরআনের ছাহিব' বা কুরআন ওয়ালা হওয়ার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। আর কুরআনের ছাহিব হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হচ্ছে ইহতিমামের সাথে তেলাওয়াত করা। আল্লাহ রব্বুল আলামিন সকল মুসলিমকে কেমন তিলাওয়াত করার তাওফীক দিক। যার মাধ্যমে আমরা "ছাহিবে কুরআন " এর মাঝে পরীগণিত হব –আমিন।

রেফারেন্সঃ মাসিক আল কাউসার

মোঃ আশিক বিল্লাহ তানভীর

কুরআনের বিশেষ কয়েকটি সূরা ও আয়াতের অসংখ্য ফজিলত

বিশ্ব প্রতিপালকের রব কর্তৃক নাযিলকৃত আল কুরআনের মধ্যে বিশেষ কিছু সূরা ও আয়াত রয়েছে। হাদীসে এই মর্যাদাপূর্ণ সূরা গুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরা ফাতিহা

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أُجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ فَقَالَ أَلَمْ يَقُلْ اللهُ (اسْتَجِيْبُوْا لِلهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ) ثُمَّ قَالَ لِيْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِيْ فَلَمَّا

أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ أَعْظَمُ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ (الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ)هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ أُوْتِيْتُه

আবূ সা'ঈদ ইবনু মু'আল্লা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে নাববীতে সালাত আদায় করছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকেন। কিন্তু ডাকে আমি সাড়া দেইনি। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সালাত আদায় করছিলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ কি বলেননি যে, ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে, যখন তিনি তোমাদেরকে ডাক দেন- (সূরাহ আনফাল ৮/২৪)। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই তোমাকে আমি কুরআনের এক অতি মহান সূরাহ্ শিক্ষা দিব। তারপর তিনি আমার হাত ধরেন। এরপর যখন তিনি মাসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি বলেননি যে আমাকে কুরআনের অতি মহান সূরাহ্ শিক্ষা দিবেন? তিনি বললেন, الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন যা কেবল আমাকেই দেয়া হয়েছে।

[সহীহুল বুখারী শরীফ :৪৪৭৪]

সূরা ইখলাস

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ (সাঃ) (সূরা) 'কূল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সম্পর্কে বলেছেন, "সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রান আছে, নিঃসন্দেহে এটি

কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য"।

عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِيُّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِيْ لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا أَيُّنَا يُطِيْقُ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছেন, তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করা সাধ্যাতীত মনে কর? এ প্রশ্ন তাদের জন্য কঠিন ছিল। এরপর তারা বলল, হে আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের মধ্যে কার সাধ্য আছে যে, এটা পারবে? তখন তিনি বললেন, ''কুল হুআল্লাহ আহাদ'' অর্থাৎ সূরাহ ইখ্লাস কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ। [সহিহুল বুখারী :৫০১৫]

সূরা ফালাক ও সূরা নাস

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.(" ِ

কুতায়বাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... উকবাহ ইবনু আমির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ আজ রাতে যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর মতো আর কখনো দেখা যায়নি। সেগুলো হ'ল- "কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক" (সূরাহ আল ফালাক) এবং "কুল আউযু বিরব্বিন না-স" (সূরাহ আন না-স)-এর আয়াত। [মুসলিম :৮১৪]

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন এবং মানুষের কু-দৃষ্টি হতে আশ্রয় চাইতেন। তারপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হলে তিনি এ সূরা দুটি গ্রহণ করেন এবং বাকীগুলো পরিত্যাগ করেন। তিরমিজি:২০৫৯]

সূরা মূলক

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ(" .

১৪০০. আমর ইবন মারযূক (রহঃ) ..... আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেনঃ কুরআনের ত্রিশটি আয়াত বিশিষ্ট সূরা তাবারাকাল্লাযী (অর্থাৎ সূরা আল-মুলক) তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। এমনকি তাকে মাফ করে দেয়া হবে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা তাবারাকাল্লাযী তিলাওয়াত করবে, এটা তার জন্য সুপারিশকারী হবে। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা :১৪০০)

কবরের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার সাথে সাথে একটি আমলও আমাদেরকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে। তা হল, সূরা মুলকের আমল। এ সূরা তার আমলকারীর জন্য কবরের আযাবের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ فَتُؤْتَى رِجْلَاهُ فَتَقُولُ رِجْلَاهُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ أَوْ قَالَ بَطْنِهِ، فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمّ يُؤْتَى رَأْسُهُ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، قَالَ: فَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ...، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْنَبَ.

(সূরা মুলকের আমলকারী) ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হবে, (আযাবের) ফিরিশতারা তার পায়ের দিক থেকে আসবে; তখন পা বলবে, এদিক দিয়ে তোমরা তার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। সে (আমার উপর ভর করে) নামাযে দাঁড়িয়ে সূরা মুলক তিলাওয়াত করত। এরপর বুক অথবা পেটের দিক থেকে এলে তা বলবে, এদিক থেকেও তোমরা তাকে কিছু করতে পারবে না; সে তো সূরা মুলক তিলাওয়াত করত (আমার মাঝে সূরা মুলক ধারণ করত)। মাথার দিক থেকে এলে বলবে, আমার দিক থেকেও তোমাদের তার পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়; সে তো সূরা মুলক তিলাওয়াত করত (আমার মাঝে সূরা মুলক সংরক্ষণ করত)।

ইবনে মাসউদ রা. বলেন, এ সূরা 'মানিআহ'-বাধা দানকারী; ব্যক্তি থেকে কবরের আযাব রুখে দেয়।... যে ব্যক্তি রাতে এটি তিলাওয়াত করল সে অনেক ভালো ও বড় কাজ করল। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৩৮৩৯; শুআবুল ঈমান বায়হাকী, হাদীস ২২৭৯

সূরা বাকারা এর শেষ দুই আয়াত

مُوْسَى حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَقِيْتُ أَبَا مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِيْهِ.

"" বাদরী সাহাবী আবূ মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরাহ বাকারার শেষে এমন দু'টি আয়াত রয়েছে যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করবে তার জন্য এ আয়াত দু'টোই যথেষ্ট। অর্থাৎ রাত্রে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার যে হাক রয়েছে, কমপক্ষে সূরাহ বাকারার শেষ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করলে তার জন্য তা যথেষ্ট।

'আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, পরে আমি আবূ মাস'উদের সঙ্গে দেখা করলাম। তখন তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। এ হাদীসটির ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সেটা আমার নিকট বর্ণনা করলেন।[সহিহ বুখারি :৪০০৮]

বলা হয়েছে যে, সে রাতে অপ্রীতিকর জিনিসের মোকাবেলায় যথেষ্ট হবে। অথবা তাহাজ্জুদের নামায থেকে যথেষ্ট হবে।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজিদের ঘর-বাড়িগুলোকে কবরে পরিণত করো না। কেননা, যে বাড়িতে সূরা বাক্কারা পাঠ করা হয়, সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে'। [মুসলিম ৭৮০]

আয়াতুল কুরসি

আয়াতুল কুরসী। এই মোবারক আয়াত দিনে-রাতে বারবার পড়ার নির্দেশনা হাদীস শরীফে আছে। মুমিনের কর্তব্য, এই পবিত্র আয়াতকে প্রতিদিনের অযীফা বানিয়ে নেওয়া।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর আয়াতুল কুরসী

হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ.

প্রতি ফরয নামাযের পর যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পড়বে তার জান্নাতে যাওয়ার পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না। [নাসায়ী, হাদীস ১০০]

এই হাদীস শরীফ থেকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়ার নির্দেশনা পাওয়া গেল।

সূরা কাহাফ

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ، بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রহঃ) ..... আবূদ দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরাহ আল কাহফ এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিতনাহ থেকে নিরাপদ থাকবে।[মুসলিম:৮০৯]

এছাড়া সুরা বাকারা ও আল ইমরান হাশরের দিন মেঘের মতো ছায়া দিবে এবং কুরআন বান্দার পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

ঈমানী জ্যোতির বিকরন

সূরা কাহাফ জুম্মার দিনে যদি কেউ তেলাওয়াত করে তাহলে এক জুম্মা থেকে পরবর্তী আরেক জুমা পর্যন্ত তার ঈমান শানিত থাকে এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে যাবতীয় ফেতনা থেকে দয়াময় রব তাকে হেফাজত করেন।আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত ,নবি কারীম (সাঃ) বলেন,

من قَرَأَ سُورَة الْكَهْف فِي يَوْم الْجُمُعَة أَضَاء لَهُ النُّور مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ-,

‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করে, তার ঈমানী জ্যোতির বিকিরণ থাকবে এক জুম‘আ থেকে পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত’।[মিশকাত হা/২১৭৫]

কুরআন তিলাওয়াত পাপ সমূহ নেকীতে রূপান্তরিত করে

পৃথিবীর বুকে এমন কোন গ্রন্থ বা কিতাব নেই যা পড়ার মাধ্যমে মানুষের পাপসমূহ মাফ হয়ে যায় এবং তাদের কর্তৃক গঠিত পাপ সমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত হয় কিন্তু কুরআন কারীম তেলাওয়াত করলে দয়াময় রব যাবতীয় গুনাহসমূহ থেকে আজাদ করে দেন।কেননা কুরআন নিয়ে আলোচনা করাই হলো একমাত্র পন্থা আল্লাহকে ইয়াদ করার যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন;;

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى ذِكْرٍ فَتَفَرَّقُوْا عَنْهُ إِلاَّ قِيْلَ لَهُمْ : قُوْمُوْا مَغْفُوراً لَّكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ-,

‘যখন কোন জনসমষ্টি আল্লাহকে স্মরণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় অতঃপর পৃথক হয়, তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পাপ থেকে ক্ষমাকৃত অবস্থায় দন্ডায়মান হও। কেননা তোমাদের পাপকে পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে’। [আহমদ হাদিস:১২৪৭৬]

কুরআন পড়া লাভজনক ব্যবসা

দুনিয়াতে মুনাফা পাওয়ার জন্য আমরা তো অনেক ব্যবসা করি কিন্তু আখেরাতের জন্য আমরা কয়জন কি করি। তেমনি একটি ব্যবসা হচ্ছে আল্লাহর সাথে ব্যবসা অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত করা আল্লাহর সাথে একটি লাভজনক ব্যবসা।প্রায় সকল ব্যবসাতে লাভ বা ক্ষতিকর উভয় দিক বিদ্যমান আছে। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত এর ব্যবসা এমন একটি ব্যবসা যত তিলাওয়াত করতে থাকবে তত লাভ হতেই থাকবে।এতে ক্ষতির কোনো আশংকা নেই।আর এই ব্যবসার সংযোগ একমাত্র আল্লাহর সাথেই যুক্ত।

কুরআন ত্যাগীর নিত্য সঙ্গী শয়তান

মানব সমাজ অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারে ভরপুর। এসব দূর করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা হলো ঈমানদার, দ্বীনদার ইনসান এর কাজ। শয়তান অন্যদিকে মানব সভ্যতাকে অনাচার ও অত্যাচারে ভরে দিতে চায়। আল্লাহ তাআলা এজন্য কুরআনে বলেছেন;

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۝
সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও। [সুরা নাহল ১৬:৯৮]

উল্লেখ্য এই শয়তান ইনসান এবং জিন এর মধ্যে বিদ্যমান আছে। কাফের মুশরিক এরা আল্লাহর কিতাবকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাই আল্লাহ তায়ালা শয়তানি শক্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে আউজুবিল্লাহ পড়া অবধারিত করেছেন। যে ইনসানের জিন্দেগি যাপন কুরআন অনুযায়ী হবে না শয়তান পর্যায়ক্রমে তার নিত্য সাথী হয়ে যাবে। আল্লাহর ভাষায় ;

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْن ٣٦۝
"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য শয়ত্বানকে নিয়োজিত করি, অতঃপর সে হয় তার ঘনিষ্ঠ সহচর।"

وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْن ٣٧۝

"তারাই মানুষকে সৎপথে চলতে অবশ্যই বাধা দেয়, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে।"

حَتّٰى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ۝

" অবশেষে যখন সে আমার নিকট আসবে তখন সে [তার শয়তান সংগীকে উদ্দেশ্য করে] বলবে, ‘হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান থাকত’ সুতরাং কতইনা নিকৃষ্ট সে সঙ্গী!" [সুরা যুখরূপ ৪৩:৩৬-৩৮]

""ইমাম কুরতুবী বলেন,, কুরআন বিমুখ ব্যক্তির সাথে যে শয়তান নিয়োজিত এ শয়তানটি বিশেষ শয়তান কেননা প্রত্যেক মুমিন ও কাফিদের সাথে যে শয়তান নিয়োজিত সে মাঝে মধ্যে মুমিনের নিকট থেকে সরে যায় কিন্তু কুরআন যারা চর্চা করে না তাদের সাথে নিয়োজিত শয়তান সদা সর্বদা জোকের মত তার সাথে লেগেই থাকে। সে দুনিয়াতে সহায় হয়ে থাকে এবং তাকে সৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে, কুকর্মে উৎসাহিত করি এবং পরকালেও যখন সে কবর থেকে উথিত হবে। তখনও এ শয়তান তার সাথে থাকবে অবশেষে উভয়ে জাহান্নামে ব প্রবেশ করবে। ""

পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে যিকর শব্দ ব্যবহারে করা হয়েছে এর পূর্বাপর আলোচনা দ্বারা অধিকাংশ স্থানে যিকর বলে পবিত্র কুরআন বা ওহী বুঝানো হয়েছে ।

★ইমাম কুরতুবী বয়ানুল কুরআন :মারিফুল কুরআন সারসংক্ষেপ ১২৩০ পৃ★

★রেফারেন্স কুরআন অধ্যায়নের গুরুত্ব

ড.মোঃ মাকছুদুর রহমান ★

রাসূল সাঃ এর অভিযোগ

আল্লাহর অনুমতিতে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য সাফায়েত চাইবেন কিন্তু কুরআন শিক্ষা করেনি, কুরআনের যেসব হক রয়েছে তা আদায় করেনি , কেয়ামতের দিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ করবেন। আল্লাহ বলেন ;

وَ قَالَ الرَّسُوۡلُ یٰرَبِّ اِنَّ قَوۡمِی اتَّخَذُوۡا هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ مَهۡجُوۡرًا

"আর রাসূল বলবে, ‘হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে"।

ইবনে কাসির বলেন, কুরআন না পড়া, তা অনুসারে আমল না করা, তা থেকে হেদায়েত গ্রহণ না করা, এ সবই কুরআন পরিত্যাগ করার শামিল।

কুরআনের বাহকের প্রতি কুরআন দুশমনরা ক্ষিপ্ত থাকে

কুরআনের বাহকদের প্রতি ইসলামে বিরোধী শক্তি সব সময় ওত পেতে থাকে। এমনিভাবে তেলাওয়াত করা হলে তাদের শত্রুতা সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকে কোনো সমস্যা হয় না । কিন্তু যখন কুরআনের তাফসির করা হয় তখন তাদের চোখে মুখে বিরক্ত ভাব ফুটে উঠে। অনেক সময় তারা কুরআনের উপস্থাপকের উপর মার মুখ হয়ে অত্যাচার করতে উদ্ধত হয়।

কিছু নামধারী মুসলমান নামে মুনাফিক আছে যারা কাফির মুশরিক দের চেয়েও এদের জুলুম ভয়ংকর । এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন ;;

وَاِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِمۡ اٰيٰـتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعۡرِفُ فِىۡ وُجُوۡهِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا الۡمُنۡكَرَ‌ ؕ يَكَادُوۡنَ يَسۡطُوۡنَ بِالَّذِيۡنَ يَتۡلُوۡنَ عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِنَا‌ ؕ

""আর তাদের সম্মুখে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তুমি কাফিরদের চেহারায় একটা অনীহার ভাব দেখতে পাবে। তাদের কাছে যারা আমার আয়াত তিলাওয়াত করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়।""

কুরআনের আলোচকদেরও মাহফিলে আলোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে।কুরআন এর আলোচকদের যেন উদ্দেশ্যই থাকে জনতা কে কুরআন মুখী ও দীন মুখী করার। কেননা দেশের অধিকাংশ মুসলিমরা নানা ভাবে রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত কিন্তু তারা মুসলমান হওয়ার কারণে কুরআনের মহাব্বতে কুরআনের মাহফিলে উপস্থিত হয়। অহেতুক তথাকথিত রাজনৈতিক কথাবার্তা প্রচার করা যেন তাদের উদ্দেশ্য না থাকে। উত্তেজনা ছড়ানোর কারণ যেন আলোচক নিজেই না হন। যদি তারা সত্য বুঝতে পারে একদিন না একদিন রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিবর্তন করবে,,ইনশাআল্লাহ। ইসলামের অনুসারী করাই যেন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য হয় স্মরণ রাখতে হবে।

কুরআন বিমুখ ব্যক্তি সংকীর্ণ জীবিকার অধিকারী ও কিয়ামতের দিন অন্ধ হয়ে উঠবে

যে ব্যক্তি অথবা আল্লাহর রাসূলের প্রতি বিমুখ হয় অর্থাৎ কুরআন পড়া ও তার বিধি-বিধান মান্য থেকে নিজেকে দূর রাখে তার জীবিকা থেকে আল্লাহর রহমত উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং হাশরের ময়দানে তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠানো হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে জীবিকার এই সংকীর্ণতা পৃথিবীতে ঈমানদার এবং নবীদের বেলায় কেন হয়েছিল? হাদিস থেকে জানা যায় মহানবী(সাঃ,) বলেছেন ;

اَشَدُّ النَّاسِ بلاء اَلاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ

নবীদের দুনিয়াতে বালা মুসিবত তীব্রতর এরপর যিনি আল্লাহর যত নিকটবর্তী ثُمَّ الْاَمْثَلُ তত তীব্রতর।এর জবাব হচ্ছে নবীদের এবং ঈমানদারদের জীবন ও জীবিকার কাঠিন্যতা

সংকীর্ণতা কোন অন্যায়ের কারণে নয় বরং এটা ছিল তাদের ঈমানি পরীক্ষা । কাফির মুশরিকদের হাজারো অন্যায় অত্যাচারে নবীগণ এবং ঈমানদারগণ আল্লাহর রাস্তা ত্যাগ করেননি। বরং তারা আল্লাহর দীনের পথে আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও অটল হয়েছেন।তারা আল্লাহর জন্য জিন্দেগি কুরবান করতে প্রস্তুত ছিলেন। আর কাকির মুশরিকদের জীবিকার সংকীর্ণতা মানে তারা কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকবেনা।সব সময় পেরেশানির মধ্যে থাকবে, আতঙ্কিত থাকবে, কখন তাদের জীবন সম্পদ শেষ হয়ে যায়। সংসারে তাদের হাহাকার থাকবে।তারা লোভ লালসায় মত্ত থাকবে, তাদের কপালে কখনো সুখ ও প্রশান্তি মিলবে না।

★তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে (مَعِيْشَةً صَنْكًا) শকীর্ণ জীবন বলে কবরের আজাবকে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ কুরআন বিমুখ লোকদের কবরের জীবন ও দুর্বিষহ করে দেয়া হবে। তাদেরকে কবর এমনভাবে চতুর দিক থেকে চাপ দিবে তাদের পাজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।★

★তাফসীরে মাযহারী সাঈদ ইবনে জুবায়ের(রাঃ) এর বর্ণনা। মারিফুল কুরআন সারসংক্ষেপ পৃ.৮৬৯★

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ﴾قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرۡتَنِیۡۤ اَعۡمٰی وَ قَدۡ کُنۡتُ بَصِیۡرًا.قَالَ کَذٰلِکَ اَتَتۡکَ اٰیٰتُنَا فَنَسِیۡتَهَا ۚ وَکَذٰلِکَ الۡیَوۡمَ تُنۡسٰی.

যে ব্যক্তি আমার স্মরণ কুরআন /ওহী /রাসূল থেকে বিমুখ হবে বা ফিরিয়ে নেবে আর জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ করে উঠালেন।?আমি তো দুনিয়াতে চক্ষুষমান ছিলাম।আল্লাহ বলবেন এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াত সমূহ এসেছিল অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হয়েছে। [সুরা তাহা ২০:১২৪-১২৬]

রেফারেন্স :কুরআন অধ্যায়নের গুরুত্ব

ড. মোহাম্মদ মাকছুদুর রহমান

কুরআন ধারণকারী দোযখে যাবে না

কুরআনের ধারক-পাঠক জাহান্নামে দগ্ধীভূত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يُعَذِّبَ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ -ِ,

‘তোমরা কুরআন পাঠ কর। আর বাড়ীতে সংরক্ষিত কুরআন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। কেননা আল্লাহ ঐ অন্তরকে কখনো শাস্তি দিবেন না, যা কুরআনের সংরক্ষক’।

দারেমী হা/৩৩১৯

তিনি আরো বলেন

مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُبْشِرِ ‘ -ْ,

যে ব্যক্তি কুরআনকে ভালবাসে, সে যেন আনন্দিত হয়’. দারেমী হা/৩৩২৩,

কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে তাজবীদ সহকারে

কুরআন ধীরে সুস্থে তার তিল সহ পড়া আবশ্যক। আল্লাহ বলেন

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا‘

এবং তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর তারতীল সহকারে’। (মুযাম্মিল ৩)

রাসূল (ছাঃ) ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে তেলাওয়াত করতেন, কোন তাড়াহুড়া করতেন না (আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২০৫, সনদ ছহীহ)।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

زيّنوا القرآن بأصواتكم‘

তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর সুন্দর কণ্ঠে (আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত হা/২১৯৯, ছহীহ)।

বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে সুমধুর কণ্ঠে তেলাওয়াত আর শুনিনি। (মিশকাত হা/৮৩৪)।

তেলাওয়াতের সময় হৃদয়কে আল্লাহর দিকে মনোনীত করতে হবে

তেলাওয়াত করার সময় হৃদয়কে আল্লাহ্র দিকে একনিষ্ঠভাবে রুজূ‘ করে দিতে হবে। কেননা ইবাদতের মূল হল খুলূছিয়াত বা একনিষ্ঠতা (বাইয়েনাহ ৫, ফুছছিলাত ১৪)। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَه ُ

‘তোমরা কুরআন পড় এবং এর বিনিময় আল্লাহ্র কাছে কামনা কর, ঐ সম্প্রদায় আসার পূর্বেই, যারা কুরআনকে তীর রাখার মত করে রাখবে। তারা কুরআন থেকে পরকালীন লাভের পরিবর্তে দুনিয়াবী লাভ আশা করবে। (আহমাদ হাদিহ:১৪৮৫৫)

উপসংহার

কুরআন একটি মহিমানিত কিতাব। এতে আছে জীবনকে নুরান্বিত করার সম্ভবনাময় জ্বালানি। এটি তেলাওয়াত এবং তাদাব্বুর করো।এর প্রতিটি কথার পেছনে রয়েছে গভীর হিকমত। রয়েছে আসমান জমিনের শত শত রহস্যময় সমাধান। জীবনের স্বরূপ ও প্রকৃতির নিখুঁত রয়েছে তাতে। আল কুরআন হচ্ছে এক এমন জ্ঞান-ভান্ডার ও বিশাল জ্ঞান সমুদ্র কেয়ামত পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে ও কোনো তথ্য ভুল প্রমাণ করতে পারবে না। ড. বুকাইলির মতে অনেকে কুরআনকে দুনিয়া থেকে বিলীন করতে এসে নিজেই কুরআনে বিলীন হয়ে গেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কুরআন ও কুরআনের বাহককে ধারথী থেকে একেবারে মুছে ফেলতে এসে নিজেই কুরআনে খতম হয়ে গেছেন। কুরআনের আত্মিক অর্থনৈতিক নৈতিক এবং রাজনৈতিক বিধিবিধান এতই পরিশুদ্ধ যে কুরআনকে নিয়ে কোন ব্যক্তি গভীরই একাগ্রতা নিয়ে কুরআনে পাঠ উদ্ধারে নিজেকে নিয়োগ করলে অবশ্যই সঠিক দিক নির্দেশনা পেতে সক্ষম হবেন।সুতরাং কুরআনকে আঁকড়ে ধরো, তাদাব্বুর করো।কুরআনকে জিন্দেগি সফরের সাথী বানাও। পবিত্র আল্ কুরআন তোমাকে মহান রাব্বুল আলামিন এর কাছে নিয়ে যাবে ।

কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে প্রচার প্রসারের মাধ্যমে এবং সুন্দর করে তেলাওয়া করো এবং নামাজ পড়ার মাধ্যমে।আল্লাহ বলেছেন, আমি (এসব) সসৎকর্মশীলদের কর্মফল কখনো বিনষ্ট করি না।

আল্লাহ আরো বলেন ;

وَ الَّذِيۡنَ يُمَسِّكُوۡنَ بِالۡكِتٰبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيۡعُ اَجۡرَ الۡمُصۡلِحِيۡنَ

।আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং সালাত কায়েম করে, নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট' করি না।

আল্লাহর রহমতের ভা-র যেখানে অসীম অফুরন্ত, সেখানে আমরা উমিদ করতে পারি।

والله اعلم بالصواب

(সঠিক জ্ঞান আল্লাহর নিকট)